আমাদের পাপের উপর ঈশ্বরের বিজয়-২

(God's Victory over our Sin-2)

আদিপুস্তক ৩৮ অধ্যায় ৯২-৩০ পদ

এই পৃথিবীতে আমরা যতকাল বেঁচে থাকি, আমরা পাপের সঙ্গে লড়াই করি। আর বাস্তব হল, আমরা যে সব সময় সেই সমস্ত পাপের বিরুদ্ধে জয়লাভ করি, তা নয়; পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা পতিত হই। ঈশ্বরের সাহায্যকে অস্বীকার করে, নিজেদের শক্তিতে নির্ভর করে, আমরা যখন বিভিন্ন পরীক্ষার মোকাবিলা করতে চাই, তখন আমরা পতিত হই। কিন্তু খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের জীবনে এইভাবে পাপে পতনই কি শেষ কথা? যে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির পূর্বে খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদেরকে তাঁর পুত্রে মনোনীত করেছেন (ইফিষীয় ১:৪), তিনি কি আমাদের পাপে পতিত হতে দেখে পরিত্যাগ করতে পারেন? তা যদি তিনি করতেন, তাহলে, আমাদের জীবনের জন্য তাঁর পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যেত। আর তা যদি সত্য হত, তাহলে আমাদের ঈশ্বর আর যাই হোন, সার্বভৌম হতে পারতেন না (কারণ তাঁর পরিকল্পনা পূর্ণ করতে তিনি অক্ষম হয়ে পড়তেন)। বাইবেল বলে, ***"ঈশ্বর মানুষ নন, যে মিথ্যা বলবেন; তিনি মানুষ্য সন্তান নন, যে অনুশোচনা করবেন; তিনি কথা বলে কি কাজ করবেন না? তিনি কথা বলে কি সিদ্ধ করবেন না?"*** (গণনা ২৩:১৯)। হ্যাঁ, আমাদের ঈশ্বর যা প্রতিজ্ঞা করেন, তা পূর্ণ করতে যে তিনি আমাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করেন, তা নয়। সত্য হল, আমাদের হাজার বাধাদান সত্ত্বেও, তিনি নিজের ক্ষমতায় তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে থাকেন।

ঈশ্বর যাকোব ও তার সন্তানদের মাধ্যমে সেই জাতিসমাজ গড়বার প্রতিজ্ঞা করেছেন, যারা তাঁর মনোনীত ইস্রায়েল জাতি হিসাবে কেবল আত্মপ্রকাশ করবে না, কিন্তু তাদের দ্বারাই তিনি এই পৃথিবীর মাটিতে তাঁর মণ্ডলী স্থাপন করতে চলেছেন। যাকোব ও তার সন্তানরা যে যোগ্য ছিল, তাই তিনি তাদের বেছে নিয়েছিলেন, তা-ও নয়; পরিবর্তে, তারা অযোগ্য হলেও, ঈশ্বর তাঁর আপন সার্বভৌমত্বে তা পূর্ণ করতে চলেছেন। আদিপুস্তক ৩৮ অধ্যায়ে এই সত্য জলের মতো পরিষ্কার। গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি, যাকোবের ৪র্থ ছেলে যিহূদার দুই পুত্র 'এর' এবং 'ওনন' সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে এতখানি দুষ্ট ছিল যে, তিনি তাদের বধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অন্যদিকে, তাদের পিতা যিহূদা তার পুত্রবধূ তামরের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আজ আমরা এই পরিবারের সদস্যদের আরও পাপপূর্ণ আচরণের সাক্ষী হতে চলেছি। যিহূদার পাপাচরণের পাশাপাশি, নিজের অধিকার ফিরে পেতে তামরকেও আমরা সেই একই পথ বেছে নিতে দেখতে পাব। তাহলে, প্রশ্ন হল, যাকোবের এমন বংশধরদের দ্বারা কীভাবে ঈশ্বরের জাতিসমাজ তৈরী হবে? হতাশ হবার কিছু নেই, কারণ আমাদের ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম। তাদের পাপপূর্ণ আচরণ সত্ত্বেও তাঁর অনুগ্রহে তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন। কিন্তু কীভাবে তিনি তা করেন? তা আজ আমরা দেখব।

ক। তামরের দুরাবস্থা: প্রাচীন কালে, মেয়েদের খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে হত। ধরা যেতে পারে, তামরের ক্ষেত্রে এই ঘটনাই ঘটেছিল, তার বয়ঃসন্ধির অল্প পরেই বিয়ে হওয়ার কারণে, তার তখনও বেশি বয়স হয়নি। এমন একটি কম বয়সি মেয়ের অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধি করতে আমরা একটু চেষ্টা করি। যার বয়স হয়ত উনিশও পার হয়নি, তার স্বামীর মৃত্যুর পর, দেবর তার উপর যৌন অত্যাচার চালিয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর যখন ওননকেও বধ করলেন, তখন তামর সন্তানহীন অবস্থায় দ্বিতীয়বারের জন্য বিধবা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, বাইরের লোকদের কাছে সে 'ডাইনি' নামে পরিচিত হয়েছে, কারণ তার সঙ্গে যারই বিয়ে হয়, সে মারা পড়ে। অর্থাৎ, সে তার নিজের চোখে ও বাইরের মানুষদের চোখে 'ব্যবহারের অযোগ্য দ্রব্য' ছাড়া আর কিছু নয়। ঈশ্বরের মনোনীত পরিবারের সদস্যদের পাপের সে একটি বলি; যে পাপ সেই আশীর্বাদের পরিবারের জীবনকে দুঃখভোগ ও লজ্জ্যার ফাঁদে রূপান্তরিত করেছে।

আজকের দিনেও আমাদের সমাজে তামরের মতো অনেক স্ত্রীলোক একই কষ্ট ভোগ করে চলেছে। যে সমস্ত স্ত্রীলোক কম বয়সে বিধবা হন, আমাদের সমাজে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তাদের জীবন খুবই কষ্টের। বিধবা হবার পর, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের স্বামীর পরিবার ত্যাগ করে নিজের বাবার পরিবারে ফিরে যেতে হয়, কিন্তু সেখানেও তাদের সাদরে গ্রহণ করা হয় না, তাদেরকে পরিবারের অতিরিক্ত বোঝা জ্ঞান করা হয়। দারিদ্রের পাশাপাশি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে বিভিন্ন যৌন অত্যাচারের বলি হতে দেখতে পাই। তাদের রক্ষকরাই পরবর্তী কালে ভক্ষক হয়ে, তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

খ। তামরের টোপ:যিহূদা তামরকে এই বলে তার বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে ছিল যে, তৃতীয় পুত্র 'শেলা' যখন বড়ো হবে, তখন বড়ো ছেলে 'এর' বংশধর উৎপন্ন করতে তামরকে তার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে যিহূদা এই আশঙ্কা করেছিল যে, যদি তামরের সঙ্গে 'শেলা'র বিয়ে হয়, তাহলে শেলাও মারা যেতে পারে। তাই, শেলা বড়ো হলেও যিহূদা তার সঙ্গে তামরের বিয়ে দিল না (১৪ পদ)। এইভাবে, যিহূদার দ্বারা প্রতারিত হবার পর, তামরও যিহূদাকে প্রতারিত করতে মনস্থ করল। হাজার হোক, প্রতারণা তো এই পরিবারে কোনও নতুন বিষয় নয়।

কিন্তু যে বিষয়টা আমাদের অবাক করে, তা হল, যিহূদাকে প্রতারিত করতে তামর যে টোপ ফেলেছিল, তাতে যিহূদা কত সহজে ধরা পড়েছিল। যিহূদার যৌন ক্ষুধা এত মারাত্মক ছিল যে, সে বিষয় প্রায় সকলেই ওয়াকিবহাল ছিল। এই সময় যিহূদার নিজের স্ত্রীও (শূয়ের কন্যা) মারা যায় (১৩ পদ), তখন পত্নীবিয়োগের শোক কাটিয়ে যিহূদা তার কনানীয় বন্ধু অদুল্লম নিবাসী হীরার সঙ্গে তীম্না নামক নগরে গেল। যাবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, ***"যারা তার মেষদের লোম কাটছিল, তাদের কাছে গেল"*** (১২গ)। ঐতিহ্যগত ভাবে, মেষপালকদের কাছে মেষদের লোমছেদনের সময় ছিল ফুর্তি করার অজুহাতের সময় (১শমূলের ২৫:৪)। আর যিহূদা যে ফুর্তি করতে তীম্নায় যাচ্ছে, এই কথা একজনের মাধ্যমে তার পুত্রবধূ তামর জানতে পারল। সে তখন তার বাপের বাড়ীতে বিধবা হয়ে বাস করছিল। তামর তখন যিহূদাকে প্রতারিত করার মতলব আঁটল। বৈধব্যের বেশ ত্যাগ করে, গায়ে কাপড় দিয়ে, মুখ ঢেকে, তামর রাস্তার ধারে বসে থাকল, যেন তাকে দেখে যিহূদা বেশ্যা বলে ভুল করে। তামরের ছক অনুসারে সমস্তই সাধিত হল। যিহূদা তার পুত্রবধূকে দেখে চিনতে পারল না, তাকে বেশ্যা ভেবে ভুল করল ও তার কাছে গমন করতে চাইল। একটি ছাগবৎসের বিনিময়ে যিহূদার সেই ইচ্ছা তামরও পূর্ণ করতে রাজি হল। কিন্তু সেই মুহূর্তে যিহূদার কাছে ছাগবৎস না থাকায়, তামর তার কাছে বন্ধক হিসাবে যিহূদার সীলমোহর *(signet)* ও সূত্র *(cord)* ও যষ্ঠি *(staff)* গ্রহণ করল। সেই সীলমোহর ছিল একটা নলাকার সীল, যা সূতো দিয়ে গলায় ঝোলানো থাকত। এই সীলকে যখন নরম কাদার উপর গুটানো হত, তখন সেই কাদার উপর যে অদ্বিতীয় ছাপ পড়ত, তার দ্বারা সেই সীলমোহরের মালিককে চিনে নেওয়া হত। অর্থাৎ, যিহূদার কাছে তামর বন্ধক হিসাবে যা চেয়েছিল, তা ছিল আজকের দিনে মনিব্যাগের তুল্য, যাতে ড্রাইভিং লাইসেন্স থেকে শুরু করে, প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড থাকে। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি, তার কাছে বন্ধক হিসাবে তামর কী চাইছে, তা তীব্র যৌন ক্ষুধার ফলস্বরূপ, যিহূদা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

তামরের এমন আচরণকে আমরা কী ভাবে দেখব? তামর নিশ্চয়ই যিহূদা ও তার পরিবারের পাপের নির্দোষ বলি হয়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই দেশের সংস্কৃতি অনুসারে, এমন পরিস্থিতিতে তার কিছুই বলার ছিল না। তথাপি তার প্রতি সাধিত সেই অন্যায়ের প্রতিকার করতে তামর যে পথ বেছে নিয়েছিল, তাকে কি আমরা সমর্থন করতে পারি? নীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, অথবা নৈতিকতার মূল্যায়নে, কিংবা আইনের চোখে তামর যে টোপ ফেলেছিল, তা ছিল খুবই বিপজ্জনক ও প্রশ্নযোগ্য। কেবল বেশ্যাবৃত্তি নয়, শ্বশুড় ও পুত্রবধূর মধ্যে সাধিত এমন অবৈধ সম্পর্ক আবার অজাচারকেও *(incest)* নির্দেশ করে। তামর নিজের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকার করতে চেয়েছিল, কিন্তু সেই কাজের জন্য সে যে পদ্ধতি বেছে নিয়েছিল, তা অবশ্যই প্রশ্নযোগ্য। বাস্তব হল, আমরা যখন একে অন্যের দ্বারা কষ্টভোগ করি, তখন কেউই আর নির্দোষ থাকি না। আমাদের প্রতি যখন কোনও অন্যায় করা হয়, তখন আমরাও তার বিরুদ্ধে অন্যায়ের পথ বেছে নিই। আমরা হয়ত অন্যের উপর অত্যাচার চালাবার জন্য যিহূদার মতো ক্ষমতার অধিকারী না-ও হতে পারি, কিংবা তামরের ন্যায় ঘুরে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

দাঁড়াবার স্ফর্ধার অধিকারী না-ও হতে পারি; কিন্তু মনে মনে তাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করি, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের বিরক্তি ও তিক্ততা উগরে দিই, তাদের দুঃখভোগ ও ব্যর্থতায় আমরা আনন্দ প্রকাশ করি। পাপের পরিবর্তে আমরাও পাপের পথ বেছে নিই। এখন, এর থেকে মুক্তির কি কোনও উপায় আছে?

গ। যিহূদার আত্মোপলব্ধি: হ্যাঁ, এর থেকে মুক্তির উপায় আছে। কিন্তু তা অত্যাচারকারী বা অত্যাচারিত, দু'জনের কারুর কাছ থেকে নয়। পাপের এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বৃত্তের বাইরে থেকে একজনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। ৩৮ অধ্যায়ের কাহিনী শেষ হয়েছে যমজ সন্তানের জন্মের কথা বলে, যাদের একজনের নাম রাখা হয়েছে, 'পেরস' যার নামের অর্থ 'ভেদ' বা 'শত্রুবূহ্যভেদ' *(breakthrough)*। এই যমজ সন্তানের জন্মের ন্যায়, যিহূদা ও তামর উভয়ের জীবনেই শত্রুবূহ্যভেদ (মুসকিল আসানের দ্বারা) করার দ্বারা ৩৮ অধ্যায় শেষ হয়েছে।

তামরের বিষয় যে গুজব শুনে যিহূদার প্রকৃত আত্মোপলব্ধি ঘটেছিল, তা হল, ***"তোমার পুত্রবধূ তামর ব্যভিচারিণী হয়েছে, আরও দেখ, ব্যভিচারহেতু তার গর্ভ হয়েছে"*** (২৪ক পদ)। এখন, যিহূদার মনের মধ্যে তামরের প্রতি যত বীষ জমা ছিল, তা উগরে দেবার সুযোগ যিহূদা পেল, আর তাই যিহূদা এমন কথা বলেছিল, ***"তাকে বাইরে এনে পুড়িয়ে দাও"*** (২৪খ)। কত সহজে যিহূদার মুখ থেকে এমন কথা বের হয়েছিল, কারণ সে তামরকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল, 'শেলা'র পথের কাঁটাকে দূর করতে চেয়েছিল। আর তাই, এই গুজব হল সবর্ণ সুযোগ। এর দ্বারা উভয়সঙ্কট থেকে মুক্ত হওয়া যাবে, একদিকে, তামরকে বারাঙ্গনা সাব্যস্ত করা যাবে ও অন্যদিকে, যিহূদা নিজেকে সমাজের বুকে সৎ ও ন্যায়পরায়ন ব্যক্তি হিসাবে প্রতিপন্ন করতে পারবে। নিজের পাপ ও কপটতার প্রতি যিহূদা সম্পূর্ণ অন্ধ থেকে গেছে।

তা সত্ত্বেও আমাদের ঈশ্বর কিন্তু যিহূদার প্রতি তাঁর করুণা প্রদর্শনে বিরত হননি। আর তা তিনি সাধন করেছেন, তামরের কাছ থেকে একটা ছোট্ট বার্তা পাঠানোর মাধ্যমে, ***"যার এই সমস্ত বস্তু, সেই পুরুষের দ্বারা আমার গর্ভ হয়েছে, এই সীলমোহর, সূত্র, ও যষ্ঠি কার, দেখ, চিনতে পার কি না?"*** (২৫ পদ)। নিজের ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড দেখতে পেয়ে, সত্য অস্বীকার করার কোনও পথ যিহূদার কাছে খোলা ছিল না। অবশেষে, যিহূদা নিজের পাপকে দেখতে পেল, উপলব্ধি করল সে কত বড়ো পাপী। নিজের পাপ স্বীকার করে বলল, ***"সে আমার থেকেও ধার্মিকা"*** (২৬ পদ)। নিজের সমস্যার জন্য সে এতদিন কেবল অন্যদের দোষ দিয়েছে, শেলাকে দেবার বিষয় সে তামরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, খালি হাতে তামরকে তার বাপের বাড়ী পাঠিয়েছে, এমনকি তামরকে হত্যা করার মতলব পর্যন্ত এঁটেছে। এইভাবে, তামরের বিরুদ্ধে যিহূদা যত পাপ করেছিল, যা এতকাল সে দেখতে পায়নি, এই ঘটনার মাধ্যমে ঈশ্বর তাকে সুযোগ করে দিলেন, যেন সে নিজের পাপ দেখতে পায় ও অনুতপ্ত হয়।

কেবল তাই নয়, তামর যখন তার সীলমোহর পাঠিয়ে প্রশ্ন করেছিল, ***"দেখ, চিনতে পার কি না,"*** তখন যিহূদা স্মরণ করতে পেরেছিল, সেও তার ভাইদের সঙ্গে একজোট হয়ে তাদের পিতাকে প্রতারিত করতে কীভাবে ভাই যোষেফের কোটে পশুর রক্ত মাখিয়ে প্রশ্ন করেছিল, ***"দেখ চিনতে পার কি না।"*** এই ঘটনার মাধমে যিহূদা তার পিতার প্রতি সমবেদনা অনুভব করেছিল। (১) যাকোব যেমন যোফেকে হারিয়ে ছিল, যিহূদাও 'এর' ও 'ওনন'কে হারিয়েছে। (২) যাকোব যেমন তার কনিষ্ট পুত্র, তথা যোষেফকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিল, যিহূদাও তার কনিষ্ট পুত্র শেলাকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। (৩) যাকোব যেমন মুখ-ঢাকা লেয়ার দ্বারা প্রতারিত হয়েছিল, যিহূদাও মুখ-ঢাকা তামরের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে। (৪) যাকোব যেমন লেয়াকে চিনতে পারেনি, যিহূদাও তামরকে চিনতে পারেনি। পিতা যাকোবের সঙ্গে তার সাদৃশ্য যিহূদা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল। এখন, ৩৮ অধ্যায়ের সমস্ত ঘটনা প্রায় ২০-২২ বৎসর ধরে ঘটেছিল, যে সময় যোষেফ মিশরে কাটিয়েছিল, যা ৩৯-৪২ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই ধরা যেতে পারে, তামরের কাছে যিহূদা যে নিজের অপরাধ স্বীকার করেছিল, তা ৪৩ অধ্যায়ের ঘটনার ঠিক পূর্বের ঘটনা। এখন, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যিহূদা তার পিতা যাকোবের কষ্ট

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

উপলব্ধি করেছে। তাই পরিবর্তিত যিহূদা মিসর থেকে বিন্যামিনকে নিরাপদে পিতার কাছে ফিরিয়ে না আনতে পারলে, নিজে সমস্ত দোষ নিতে অঙ্গীকার করবে। এর অর্থ, ঈশ্বর যিহূদার চোখ খুলে দিয়েছেন, তার পাপ তাকে উপলব্ধি করতে দিয়েছেন, যিহূদা পরিবর্তিত হয়েছে।

নতুন নিয়মে বারংবার অন্ধদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে আমরা যীশুকে দেখতে পাই। ঈশ্বর যখন আমাদের চোখ খুলে দেন, তখন আমরা যেমন ঈশ্বরকে দেখতে পাই, তেমনই আমরা আমাদের আসল চেহারাও দেখতে পাই। যিহূদার পরিস্থিতিটা আমরা একবার চিন্তা করে দেখতে পারি: মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে, নিজের লজ্জ্যা এড়াতে, তথা নিজের পাপ ঢাকতে সে তার সীলমোহর খুঁজছিল। কিন্তু যখন প্রকাশ পেয়েছিল যে, তার দ্বারাই তামর গর্ভবতী হয়েছে, তখন তা যিহূদার কাছে কত বেশি লজ্জ্যার বিষয় হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব হল, লজ্জ্যাজনক বা বোকামী বা যন্ত্রণার পরিস্থিতির মুখোমুখি না হলে, আমরা কখনও আমাদের পাপের জন্য লজ্জিত হই না। অন্যদিকে, নিজের বাস্তব চেহারা দেখার পর, অন্যদেরও উপলব্ধি করতে যিহূদার চোখ খুলে গেছিল (যেমন পিতর উপলব্ধি করেছিল, লূক ২২:৩২)। এখন, ঈশ্বর যে যিহূদার মতো মারাত্মক পাপীর হৃদয়ও পরিবর্তিত করতে পারেন, এই সত্য আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য শুভ সংবাদ।

ঘ। তামরের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ: তামর নিজের অধিকার ধরে রাখতে খুবই বিপজ্জনক পথ বেছে নিয়েছিল। এমনকী ব্যভিচারের দায়ে তার অগ্নিদগ্ধ হবার উপক্রম পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কালো মেঘ কেটে গিয়েছিল, যখন যিহূদা স্বীকার করেছিল, ***"সে আমার থেকেও বেশি ধার্মিকা"*** (২৬ পদ)। 'ব্যবহারের অযোগ্য দ্রব্য' বা 'মন্দভাগ্য' বা 'ডাইনি' নামে যার মিথ্যা অপবাদ করা হয়েছিল, তাকে পুনরায় পরিবারে গ্রহণ করা হয়েছিল।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তামরের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছিল সুদূর প্রসারী। তাই, মানবজাতির পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের পরিকল্পনায় তামর গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে। তামরের গর্ভ থেকে পেরস (যার নামের অর্থ শত্রুবূহ্যভেদ) তার ভাইকে টপকে আগে জন্মগ্রহণ করে (অনেকটা তার ঠাকুরদা যাকোবের মতো)। এইভাবে, যমজ সন্তানের জন্ম যে বিষয়ের ইঙ্গিত দেয়, তা হল, তামরের গর্ভে যে সন্তান জন্মেছে, তার মাধ্যমেই প্রতিজ্ঞাত উদ্ধারকর্তার আগমন হবে। বাইবেলে আমরা পরবর্তী দু'টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তামরের উল্লেখ পাই। রূৎ ৪:১২ পদে, রূৎ ও বোয়াসের বিবাহে প্রাচীনরা এই বলে প্রার্থনা করেছে, ***"সদাপ্রভু সেই যুবতীর গর্ভ থেকে যে সন্তান তোমাকে দেবেন, তার দ্বারা তামরের গর্ভজাত যিহূদার পুত্র পেরস কুলের ন্যায় তোমার কুল হোক।"*** যদিও একদিন তাকে শাপগ্রস্ত বলে ভুল চিন্তা করা হয়েছিল, কিন্তু এখানে তামরকে ঈশ্বরের আশীর্বাদের নমুনা বলা হয়েছে। পেরসের বংশধর বোয়সের মাধ্যমে তামর রাজা দায়ূদের পূর্বপুরুষ হয়েছে (রূৎ ৪:১৮-২২)। আবার, মথি ১:৩ পদে, যীশুর যে বংশবৃত্তান্ত দেওয়া হয়েছে, সেখানেও তামরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। একদিন যে নিঃসন্তান, অত্যাচারিত, প্রতারিত, ও পরিত্যক্ত বিধবা হিসাবে মানুষের কাছে নিজের মুখ লুকিয়েছিল, ঈশ্বর তাকে আমাদের প্রভু ও পরিত্রাতার মা করেছেন।

আমরাও তামরের মতো সকলেই পাপের দ্বারা ব্যবহারের অযোগ্য, বিকৃত ও ভগ্ন। তথাপি এই আমাদের মতো হারিয়ে যাওয়া পাপীদের খোঁজে খ্রীস্ট এসেছিলেন। ঈশ্বর-পুত্র হয়েও তিনি যিহূদা ও তামরের ন্যায় পাপীদের বংশধর হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, পার্থিব জীবনেও তিনি করগ্রাহী, পাপী ও ব্যভিচারীদের সঙ্গী হয়েছেন। অবশ্য, যিহূদা যদিও নিজের মিথ্যা নির্দোষতা প্রমাণ করতে তামরকে অগ্নিদগ্ধ (হত্যা) করতে চেয়েছিল, কিন্তু যীশু আমাদের সমস্ত পাপ ও লজ্জ্যা নিজে গ্রহণ করেছেন, যেন ক্রুশের দ্বারা তাদের নির্মূল করেন। তাঁর ধার্মিকতার বসন আমাদের পরিয়ে, তিনি পিতার সম্মুখে আমাদের ধার্মিক প্রতিপন্ন করেছেন, আমাদেরকে ঈশ্বরের পরিবারে তাঁর সন্তান করে গ্রহণ করেছেন, যেখানে আমরা চিরকাল তাঁর ভালোবাসা ও প্রতিপালন উপভোগ করি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com